বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

BANGLADESH CYCLING FEDERATION

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম রুম নং-১৪

ঢাকা-১০০০।

গঠনতন্ত্র

CONSTITUTION

১৫৮

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

(Bangladesh Cycling Federation)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, রুম নং-১৪

ঢাকা-১০০০ ।

গঠণতন্ত্র

(CONSTITUTION)

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

১৫৭

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

Bangladesh Cycling Federation

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, রুম নং-১৪

ঢাকা-১০০০ ।

সূচীপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	শিরোনাম ও এলাকা --	১
২.	সংজ্ঞা ---	১-২
৩.	পতাকা ও প্রতীক --	২
৪.	সদর দপ্তর --	২
৫.	উদ্দেশ্য, কার্য্যক্রম ও দায়িত্ব ---------------------------------------	২-৩
৬.	এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ ---	৩-৪
৭.	সংগঠন --	৪
৮.	চীফ পেট্রন --	৪
৯.	সাধারণ পরিষদ গঠন --	৪-৫
১০.	সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা --------------------------------	৫
১১.	কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা, মেয়াদ কাল, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা --	৬
১২.	কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ------------------------------	৭-৮
১৩.	নির্বাচন --	৮
১৪.	কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূণ্য ও বাতিল --------------------------	৮-৯
১৫.	অর্থ বছর ও হিসাব পরিচালনা --	৯
১৬.	বাৎসরিক চাঁদা --	৯
১৭.	কল্যান তহবিল ---	৯
১৮.	আরবিট্রেশন--	১০
১৯.	আপীল কমিটি --	১০
২০.	গঠণতন্ত্রের ব্যাখ্যা --	১০

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

(Bangladesh Cycling Federation)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, রুম নং-১৪
ঢাকা-১০০০ ।

গঠণতন্ত্র (Constitution)

<u>ধারা-১</u>

<u>শিরোনাম, এলাকা ও ভাষা</u> ঃ

১) এই সংস্থার নাম "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন" সংক্ষেপে বি. সি. এফ. নামে অভিহিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ এই ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকিবে।

২) এই সংগঠনের ভাষা হইবে প্রধানত বাংলা ও ইরেজী ।

<u>ধারা-২</u>

<u>সংজ্ঞা</u> ঃ

১. এই গঠণতন্ত্রে বর্ণিত "ফেডারেশন" বলিতে "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন" কে বুঝাইবে।

২. "গঠণতন্ত্র" বলিতে "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের এই গঠণতন্ত্র" বুঝাইবে।

৩. বিভাগ/জেলা/সংস্থা প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও সংস্থাকে বুঝাইবে।

৪. "ক্লাব" বলিতে বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন এর এফিলিয়েটেড ক্লাব সমূহকে বুঝাইবে।

৫. "অঞ্চল" বলিতে **বি, সি, এফ,** কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা বুঝাইবে।

৬. "সদস্য-সংস্থা" বলিতে "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন" এর সঙ্গে এফিলিয়েটেড সাইক্লিং সংস্থা সমূহ বুঝাইবে।

৭. "সাধারণ পরিষদ" বলিতে "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ" কে বুঝাইবে।

৮. "কার্যনির্বাহী কমিটি" বলিতে "বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি" কে বুঝাইবে।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
[illegible]

৯. "সাইক্লিং" বলিতে ইউ, সি, আই, অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী (বি, সি, এফ, কর্তৃক গৃহিত) পরিচালিত সাইক্লিং খেলাকে বুঝাইবে।

১০. বিধি, উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন প্রনিত অথবা অনুমোদিত সাইক্লিং খেলা সংগঠন ও পরিচালনার আইন-কানুনকে বুঝাইবে।

১১. (U.C.I), (F. I. A. C), (A.C.C), (B.O.A), (N.S.C) & (B. K. S. P) বলিতে যথাক্রমে Union Cyclist International, Federation International Amateur D Cyclism, Asian Cycling Confederation, Bangladesh Olympic Association, National Sports Council & Bangladesh Krira Shikkha Protisthan, কে বুঝাইবে।

ধারা-৩

পতাকা ও প্রতীক ঃ

১) ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের অনুমোদিত ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং প্রতীক থাকিবে।
২) প্রতীক চৌকনা'র ভিতরে সাইকেল চালনার একটি সবুজ রংঙের প্রতীক থাকিবে।
৩) পতাকা সাদা জমিনের মাঝ খানে সবুজ বং এর প্রতীক সন্নিবেশিত হইবে যাহার মাপ হইবে ৫:৩।

ধারা-৪

সদর দপ্তর ঃ

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ধারা-৫

উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও দায়িত্ব ঃ

১. বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন ইউসিআই কর্তৃক প্রণীত নিয়ম-কানুন সমূহ সমন্বীত ও সম্পৃক্ত করে কার্য্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(ক) বিসিএফ তাদের সমুস্ত কার্যক্রম নিজস্ব সিদ্ধান্ত মতে পরিচলিত করবে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ গ্রহনযোগ্য হবে না। বিসিএফ সকল প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক খবরদারী মুক্ত পরিবেশে পরিচালিত হইবে।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

২. সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এ্যামেচার সাইক্লিং ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতার প্রবর্তন, এবং আন্তর্জাতিক সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণদান ও কলা কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

৩. সারাদেশে সাইক্লিং এর উন্নয়ন সাধন করিবে।

৪. সারা দেশে সাইক্লিং সংস্থা/ক্লাব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং এ উদ্দেশ্যে আইন কানুনের ধারা এবং উপ-ধারা প্রবর্তন ও চালু করিবে।

৫. আন্তর্জাতিক সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগী বাছাই এবং তাহাদের বিদেশে প্রেরণের আর্থিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬. আন্তর্জাতিক সাইক্লিং ও জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে চালু করণ ও উক্ত বিষয়ে যাবতীয় আইন কানুন প্রবর্তন ও চালু করিবে।

৭. প্রতি বছর জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবে।

৮. আন্তর্জাতিক সাইক্লিং সংস্থা সমূহের সদস্য হওয়া এবং উহার বাৎসরিক চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

৯. সাইক্লিং ফেডারেশনের আওতাভূক্ত বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয় করন এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন ও সাইক্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

১০. ফেডারেশনের লক্ষ্য ও আদর্শ সমোন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১. বাংলাদেশের সাইক্লিং এর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২. কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ থাকাকালীন অন্তঃত দুইটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ধারা-৬

এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ ঃ

১. জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ
২. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি. কে. এস. পি)
৩. বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ
৪. বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৫. বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৬. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৭. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ক্রীড়া সংস্থা সমূহ
৮. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৯. বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বকুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

১০. বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া সংস্থা
১১. বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
১২. বাংলাদেশ জেল ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
১৩. বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন ক্রীড়া সংস্থা
১৪. বাংলাদেশ জুট মিলস্ করর্পোরেশন ক্রীড়া সংস্থা
১৫. বাংলাদেশ কাষ্টমস্ ক্রীড়া সংস্থা
১৬. বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
১৭. ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত ক্লাব সমূহ

১৫৩

ধারা-৭

সংগঠন

৭.১ সাধারণ পরিষদ ।
৭.২ কার্য্যনির্বাহী কমিটি ।

ধারা-৮

চীফ পেট্রন

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতি মন্ত্রী / উপ মন্ত্রী ফেডারেশনের চীফ পেট্রন হইবেন ।

ধারা-৯

সাধারণ পরিষদ গঠন ঃ

সাধারণ পরিষদ সর্বচ্চো পরিষদ হিসাবে বিবেচিত হইবে্ এবং এই পরিষদের সদস্যগণ কাউন্সিলর হিসেবে গন্য হইবেন । নিম্নবর্ণিত ভাবে বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে ঃ

৯.১ ধারা-৬ এ বর্ণিত (১ হতে ১৬) ক্রীড়া সংস্থা হইতে, ৪ বৎসর জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে ২ বৎসর অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে একজন প্রতিনিধি কোন কারন বশতঃ ফেডারেশনের পক্ষে ৪ বৎসরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব না হইলে সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের অংশ গ্রহণের প্রমানাদি সাপেক্ষে একজন প্রতিনিধি ।

৯.২ ক্রীড়া সংগঠক/স্পন্সর/জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য হইতে ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং চীফ পেট্রন কর্তৃক প্রেরিত ।

৯.৩ অত্র ফেডারেশনের নির্বাচিত সর্ব শেষ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে পরবর্তী নির্বাচনে কাউন্সিলর হইবেন ।

৯.৪ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি ।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক

৯.৫ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ধারা ৬.১৭ এ বর্ণিত ক্লাব সমূহের মধ্যে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ক্লাব চ্যাম্পিয়নশীপের শীর্ষে অবস্থানকারী দশটি ক্লাবের একজন করিয়া প্রতিনিধি।

৯.৬ বিশ্ব এবং এশিয়ান সাইক্লিং কনফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি থাকিলে তিনি সাধারণ পরিষদের সদস্য (কাউন্সিলর) হইবেন।

৯.৭ ফেডারেশনে চাকুরীরত কোন ব্যক্তি, কোন খেলোয়াড় (রানিং) কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্য নয়।

ধারা-১০

সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা ঃ

১০.১ ফেডারেশনের গঠণতন্ত্রের সংশোধন।

১০.২ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন নিশ্চিত করন।

১০.৩ ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ও হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুমোদন করা।

১০.৪ ফেডারেশনের হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য অডিট কোম্পানী নিয়োগ করা।

১০.৫ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক যে কোন সদস্য বা সংস্থার বরখাস্ত বা সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে আপত্তির শুনানীর আয়োজন করা ও উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১০.৬ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা।

১০.৭ সাধারণ পরিষদ সভার ৩০ দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১০.৮ গঠনতন্ত্রে কোন সংশোধনী থাকিলে, সাধারণ পরিষদের সভার ২১ দিন পূর্বে সংশোধনী নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১০.৯ যে কোন সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম পুরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১০.১০ যদি সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হয় তবে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে পরবর্তী সভা আহবান করা যাইবে। উক্ত সভা বা যে কোন মূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

ধারা-১১

কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা, মেয়াদ কাল, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা ঃ

১১.১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নে উল্লেখিত ভাবে গঠিত হইবে। কমিটির মেয়াদকাল হইবে ৪ (চার) বৎসর।

১১.২ নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে প্রাক্তন কমিটি নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। অন্যথায় ১৬তম দিন হইতে নতুন কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা গরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে সাব-কমিটি গঠন করিবে এবং প্রয়োজন শেষে বিলুপ্ত করিবে।

১১.৪ ৩ মাস অন্তর কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবে।

১১.৫ সাধারণ সভার আয়োজন করিবে।

১১.৬ ফেডারেশনের সাংবিধানিক ধারা, উপ-ধারা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

১১.৭ কার্যনির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ ৭ দিন পূর্বে প্রদান করিতে হইবে।

১১.৮ নির্বাচনে কোন পদে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হইলে তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে-

১.	সভাপতি	০১ (এক) জন	(নির্বাচিত/ বাছাইকৃত)
২.	সহ-সভাপতি	০৪ (চার) জন	
৩.	সাধারণ সম্পাদক	০১ (এক) জন	
৪.	যুগ্ম-সম্পাদক	০২ (দুই) জন	
৫.	কোষাধ্যক্ষ	০১ (এক) জন	
৬.	সদস্য	১৩ (তের) জন	
৭.	সদস্য	০১ (এক) জন	(চীফ পেট্রন কর্তৃক বাছাইকৃত)
	মোট	২৩ (তেইশ) জন।	

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

ক) সভাপতি ঃ

১২.১ তিনি ফেডারেশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন ।

১২.২ সভাপতি ফেডারেশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন । তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন । সভাপতি বা সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতে যে কোন একজন সদস্য আলোচনা সাপেক্ষে সভাপতিত্ব করিবেন । সভায় কোন বিষয়ে সমান সমান ভোট হইলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট দিয়া ব্যাপারটি নিস্পত্তি করিবেন । কার্যনির্বাহী কমিটির সভা করা সম্ভব না হইলে কোন জরুরী বিষয়ে প্রয়োজন হইলে সভাপতি সিদ্ধান্ত দিতে পারিবেন । তবে তিনি সাধারণ সম্পাদককে উহা পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন করিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দিবেন । সভাপতির ঐ রূপ যে কোন জরুরী কার্যে কার্যনির্বাহী কমিটির মতানৈক্য হইলে সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা ডাকিয়া উহার নিস্পত্তি করিবেন ।

খ) সহ-সভাপতি ঃ

সহ-সভাপতিগণ তাদের উপর সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন ।

গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ

১. তিনি ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং দেশে বিদেশে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন ।

২. সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহব্বান করিবেন ।

৩. তিনি ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন ।

৪. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রদত্ত অন্য যে কোন বিষয় তিনি নিস্পত্তি ও সমাধা করিবেন ।

৫. জরুরী খরচ সংকুলানের/নির্বাহের জন্য কিছু ইমপ্রেষ্ট মানি বা নগদ অর্থ রাখিবেন ।

৬. তিনি যুগ্ম-সম্পাদকদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করিবেন ।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

ঘ) যুগ্ম-সম্পাদক ঃ
সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবেন।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ ঃ

১. কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের পক্ষে সকল আর্থিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২. তিনি আয়-ব্যয়ের নিয়মানুযায়ী, রশিদ এবং ফেডারেশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

৩. ফেডারেশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ তৈরী করিয়া নিরীক্ষার (অডিট) ব্যবস্থা করিবেন, উহা বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন এবং সংরক্ষন করিবেন।

৪. তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করিয়া ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং উহা বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

চ) সদস্য
সাধারণ সম্পাদক/ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা-১৩

নির্বাচন ঃ

১৩.১ চীফ পেট্রনের পরামর্শক্রমে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। এই কমিশন নির্বাচন বিধি মালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ সহ নির্বাচনের সকল কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১৩.২ এই গঠণতন্ত্রে অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোন কারনে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারন সভায় নির্বাচন সম্পন্ন করা না গেলে, নির্বাচন কমিশন নিজ ক্ষমতা বলে নির্দিষ্ট কোন স্থানে ভোটারদের আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ধারা-১৪

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূন্য ও বাতিল ঃ

১৪.১ ইস্তেফা
১৪.২ মৃত্যু
১৪.৩ বরখাস্ত

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

১৪.৪ শারিরীক অসুস্থতা বা মস্তিস্ক বিকৃত জনিত কারণে অপারগতায়।

১৪.৫ ৬ (ছয়) মাসের অধিক কাল বিনানুমতিতে বাংলাদেশের বাহিরে থাকা এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হইতে পর পর তিন বার অনুপস্থিত থাকিলে সাধারণ সম্পাদক নোটিশ দিয়া অবহিত করিবেন। এর যুক্তি-যুক্ত কৈফিয়ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রতিয়মান হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

১৪.৬ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদ উপরোক্ত কারণে শূন্য ও বাতিল হইলে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের অধিক কাল থাকিলে নির্বাচনের মাধ্যমে শূণ্য পদ পূরণ করা যাইবে এবং ছয় মাসের অনধিক হইলে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে হইতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কো-অপট করিয়া শূণ্য পদ পূরণ করা যাইবে।

ধারা-১৫

অর্থ বছর ও হিসাব পরিচালনা ঃ

১৫.১ ফেডারেশনের আর্থিক হিসাব ১ জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০ জুন পর্যন্ত সময় কে বুঝাইবে।

১৫.২ ফেডারেশনের যাবতীয় অর্থ প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উক্ত হিসাব সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যুক্ত-স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। দুই জনের একজন অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন।

ধারা-১৬

বাৎসরিক চাঁদা ঃ

১৬.১ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময় উপযোগী হারে ধার্যকৃত চাঁদা বা এফিলিয়েশন ফি নির্ধারন করিবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

১৬.২ উপরোক্ত ৬ নং ধারায় বর্ণিত এফিলিয়েটেড সংস্থা গুলির কোন বকেয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিয়া পরবর্তী প্রেতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিবে।

ধারা-১৭

কল্যাণ তহবিল ঃ

ফেডারেশনের বাৎসরিক আয় হইতে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে কিছু অর্থ দ্বারা একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করিবে। দুঃস্থ সাইক্লিষ্ট এবং সংগঠকদের সেই তহবিল হইতে সাহায্য দেওয়া হইবে। ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি দ্বারা এই তহবিল নিয়ন্ত্রিত হইবে।

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

ধারা-১৮

আরবিট্রেশন

ফেডারেশনের সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতা বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিতে হইবে। উক্ত বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা না হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে কাহারো আপত্তি থাকিলে সাধারণ পরিষদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উথাপন করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১৯

আপীল কমিটি ঃ

১৯.১ সাইক্লিং ফেডারেশন বা অনুমোদিত/এফিলিয়েটেড সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট খেলায় আরোপিত দন্ডাদেশের (ব্যক্তি বা দল) ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত আপীল কমিটির কাছে আপীল করা যাইবে এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে আপীল কমিটি প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৯.২ কমিটি কর্তৃক দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবে। অন্যথায় আপীল গ্রহনযোগ্য হইবে না।

ধারা-২০

গঠণতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠণতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা এ গঠণতন্ত্রের ধারা/উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা গ্রহনযোগ্য হইবে।

সমাপ্ত

মিজানুর রহমান মানু
সভাপতি
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

এস, এম, ইমতিয়াজ খান বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন